ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ

কাসেম কমপ্লেক্স, গাছা রোড,
বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

অনুমোদনের তারিখ : ১৭/০৬/২০২১
সর্বশেষ নবায়নের তারিখ : ১৭/০৬/২০২১
বর্তমান ভার্সন কার্যকর তারিখ : ১৭/০৬/২০২১
ভার্সন : ০৩

Health & Safety Policy

(স্বাস্থ্য ও নিরাপওা নীতি)

১। সূচনা ঃ গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশে একটি অনন্য রপ্তানীমুখী প্রতিষ্ঠান। গুণগত মানের জন্য এর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। গার্মেন্টস শিল্প থেকে এদেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়ে থাকে। একবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে এই শিল্পের উওরোওর প্রসার ও ব্যাপ্তি বেশ উৎসাহব্যাঞ্জক। বর্তমানে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতে ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ নিজ গুণ ও কর্ম দক্ষতায় দেদীপ্যমান একটি সক্রিয় গ্রুপ। এই গ্রুপের উত্তরোত্তর উন্নতিকল্পে এবং প্রতিটি ফ্যাক্টরীর উৎপাদন বৃদ্ধিও লক্ষ্যে একটি সুন্দর ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করতে ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ কর্তৃপক্ষ দৃঢ় প্রতিঞ্জ। আর সেই লক্ষ্যেই একটি সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও নরাপওা নীতি প্রণয়ন এবং তা কার্যে পর্যবসিত করার কোন বিকল্প নেই।

২। **উদ্দেশ্য (Objective) ঃ** ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ এর প্রতিটি ফ্যাক্টরীর জন্য একটি সু-পরিকল্পিত বাস্তবতা সম্পন্ন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করা। আর সেই লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য গুলো নিন্মে আলোকপাত করা হলঃ-

ক) প্রতিটি ফ্যাক্টরীতে ভালো ভাবে কাজ করার একটি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করা।
খ) প্রতিটি ফ্যাক্টরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
গ) ফ্যাক্টরীর প্রতিটি ষ্টাফ ও শ্রমিককে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা।
ঘ) স্বাস্থ্যবিধি মোতাবেক প্রতিটি শ্রমিকের জন্য প্রয়োজনীয় হাসপাতাল, ডাক্তার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
ঙ) ফ্যাক্টরীর প্রতিটি শ্রমিকের জান ও মালের নিরাপওা নিশ্চিত করা।
চ) অনাকাঙ্খিত বৈদ্যুতিক ও অগ্নি দুর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত অনুশীলন করা।

লক্ষ্য ঃ যেকোন দূর্ঘটনা হতে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীকে সর্বোচ্চ নিরাপওা প্রদান এবং কর্মস্থলে একটি সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশের নিশ্চয়তা বিধান করাই এই নীতির লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যেই একটি সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও নিরাপওা নীতি প্রণয়ন এবং তা কার্যে পর্যবাসিত করার কোন বিকল্প নেই।

অঙ্গীকার ঃ ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ দূর্ঘটনা মুক্ত একটি কর্ম পরিবেশ প্রদানে সর্বওম প্রচেষ্টা সবসময় অব্যহত রাখবে। এছাড়া যে কোন ধরনের অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনা মোকাবেলায় সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহনেও এই প্রতিষ্ঠান অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাছাড়া ফ্যাক্টরীতে ভালো ভাবে কাজ করার একটি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করতে ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ আইএলও কনভেশন বাংলাদেশ শ্রম আইন - ২০০৬ (সংশোধিত), বাংলাদেশ বিধিমালা- ২০১৫ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

৩। স্বাস্থ্য ও নিরাপওা নীতিটি দুইটি পর্বে উপস্থাপন করা যায় ঃ-
ক) প্রথম পর্ব ঃ স্বাস্থ্য নীতি;
খ) দ্বিতীয় পর্ব ঃ নিরাপত্তা নীতি;

প্রথম পর্ব ঃ স্বাস্থ্য নীতি

৪। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৫১ থেকে ধারা ৬০ এর মধ্যে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধির বিভিন্ন দিক গুলি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা আছে। এছাড়াও শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিন্মে বর্ণিত বিষয় গুলির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক) ডাক্তার ব্যবস্থা ঃ প্রতিদিন ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়ে ফ্যাক্টরীতে কর্মরতা ডাক্তার ও নার্স এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক শ্রমিকদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। তাছাড়া ডাক্তার ও নার্সগণ শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষন ও সচেতনাতামূলক কর্মশালার আয়োজন করে থাকেন।

খ) প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ ফ্যাক্টরীতে প্রতি ১৫০ জন শ্রমিকের জন্য একটি করে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স রয়েছে এবং প্রতিটি বাক্সে নিন্ম লিখিত দ্রব্যাদি মজুদ থাকবে।

1. Antiseptic Solution (Savlon) / 2% Alcoholic Solution of Iodine/Rectified Spirit
2. Cotton (Sterilized)
3. Antiseptic Ointment (e.g. Nebanol Ointment)
4. Furasep Cream/ Burnol-Plus Cream
5. Sterilized Bandages/Dressing(Surgical Gauge)
6. Roller Bandages
7. Adhesive Plaster/Surgical Tape (e.g. Micro pore/Leucoplast)
8. Surgical Gloves
9. Analgesic Tablet (Pain Relieving Tablet e.g. Napa)
10. Surgical Scissors
11. Clofenac Gel/Nix (Pain Relieving Gel)
12. OR Saline
13. Tourniquet
14. One Time Bandage (e.g. Neostrip)
15. Safety Pins
16. Burn Dressing
17. Triangular Bandage
18. Splint

প্রতিটি First Aid Box এ উল্লেখিত ঔষধ পত্রের সাথে তাদের ব্যবহারবিধি লেখা থাকবে। প্রতিটি বাক্সের প্রত্যেক শিফটে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসায় পারদর্শী শ্রমিকের নাম ও ছবি বাক্সের উপরে থাকবে। ফ্যাক্টরীতে যে কোন অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনায় শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকরা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করবে।

গ) এ্যাম্বুলেন্স ঃ ফ্যাক্টরীর প্রয়োজনে এ্যাম্বুলেন্স-এর বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে। বিকল্প ও তড়িৎ ব্যবস্থার জন্য কোম্পানীর মাইক্রোবাসগুলো প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

ঘ) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা (ধারা ৫১) ঃ সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ফ্যাক্টরীর আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা একান্ত প্রয়োজন। ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন সেকশন, সিঁড়ি ও যাতায়াতের স্থান সার্বক্ষণিক পরিস্কারের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সপ্তাহে অন্তত একবার জীবাণু নাশক দিয়ে ধৌত করতে হবে। কর্মস্থলের দেয়াল ও কার্নিশ প্রয়োজনানুযায়ী বছরে অন্তত একবার রং করতে হবে। শ্রমিকদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যে ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন স্থানে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত বিভিন্ন লিফলেট টানাতে হবে। বর্জিত দ্রব্য, জঞ্জাল বা নির্গত ময়লা থেকে সর্বদা ফ্যাক্টরীকে পরিস্কার রাখতে হবে এবং এগুলো ফ্যাক্টরী থেকে পৃথক অগ্নিরোধক বর্জ্য দ্রব্যের জন্য নির্ধারিত ষ্টোরে রাখতে হবে।

ঙ) আলো, বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা (ধারা ৫২, ৫৭) ঃ আমাদের আবহাওয়া নাতিশীতোষ হলেও গরমের সময় বায়ু চলাচল (Ventilation) এবং শীতের সময় সহনীয় তাপমাত্রা সংরক্ষণের মাধ্যমে ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকদের কাজের অনুকুল পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। যাতে করে প্রতিটি শ্রমিক আরামদায়ক পরিবেশে কাজ করতে পারে। সেই সাথে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা কাজের সুষ্ঠ ও প্রয়োজনীয় পরিবেশের সাথে সাথে গুণগত মান রক্ষার ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।

চ) খাবার পানি (ধারা ৫৮) ঃ ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পান করার বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে হবে। পাত্রে রক্ষিত পানি অবশ্যই টয়লেট এবং বেসিন থেকে কম পক্ষে ২০ ফুট দূরে থাকবে এবং বিশুদ্ধ ও আর্সেনিকমুক্ত খাবার পানি সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার ও পানির আর্সেনিক পরীক্ষা করতে হবে। পানির পাত্রগুলি ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন সুবিধাজনক স্থানে রাখতে হবে, যাতে শ্রমিকরা সেখানে বসে প্রয়োজনীয় পানি পান করতে পারে।

ছ) পায়খানা ও প্রসাব খানা (ধারা ৫৯) ঃ ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যার অণুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পৃথক পুরুষ ও মহিলা টয়লেট থাকবে। টয়লেটের বেসিনে ও পানি নির্গমনের স্থানে সুগন্ধি নেপথলিন ব্যবহার করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তোয়ালে, লিকুইড সাবান, বদনা ও ওয়েষ্টেজ পেপার বাস্কেট থাকবে। মহিলা টয়লেটে ঢাকনাযুক্ত ওয়েষ্টেজ পেপার বাস্কেট থাকবে। সার্বক্ষণিক পানির ব্যবস্থা সহ টয়লেটে ফ্লাশিং সিস্টেম অবশ্যই থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই টয়লেটে পানি জমতে দেয়া যাবে না। কোন নল দিয়ে কোন অবস্থাতেই পানি লিকেজ হতে পারবে না। প্রতিটি টয়লেট প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্লিপার থাকবে যেগুলো শ্রমিকরা শুধু টয়লেটের ভেতরে ব্যবহার করবে।

জ) অতিরিক্ত ভীড় (ধারা ৫৬) ঃ প্রতিটি শ্রমিকের কাজের সুবিধার জন্য কোন অবস্থাতেই যেন অতিরিক্ত ভীড় (Over Crowded) না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিটি শ্রমিকের চারিপার্শ্বে অন্তত ৯.৫ কিউবিক মিটার জায়গা ফাঁকা থাকতে হবে। তা ছাড়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, টেবিল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এমন ভাবে রাখতে হবে যেন প্রতিটি শ্রমিক প্রয়োজনীয় খোলামেলা পরিবেশে স্বাচ্ছন্দে কাজ করতে পারে।

** উল্লেখিত বিষয় গুলি ছাড়াও ফ্যাক্টরীতে কাজের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পরিমান পিকদানী স্থাপন, ফ্যাক্টরীকে ধুলোবালি মুক্ত রাখা এবং আর্দ্রতা মুক্ত রাখার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সচেতনতার সাথে সাথে প্রতিটি শ্রমিককে এই বিষয়ে জ্ঞান দানের মাধ্যমে সচেতন করতে হবে।

- **ফ্যাক্টরীতে চাকুরীরত অবস্থায় কোন শ্রমিক/কর্মচারী দীর্ঘ মেয়াদী রোগে আক্রান্ত হলে ডাক্তারের নির্দেশানুসারে শ্রমিকরা কাজের পরিধি ঠিক করতে পারবে এবং ডাক্তারের নিয়মিত চেকআপে থাকতে হবে।**
- **ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ শ্রমিকদের কাজ শেষে বিশ্রামের জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকে । এছাড়াও শ্রমিকদের মানসিক প্রশান্তির জন্য বাৎসরিক পিকনিক ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয় ।**
- **ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ সবাইকে বাহিরের খোলা খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে থাকে।**
- **ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ কর্তৃপক্ষ ধূমপানে নিরুসাহিত করে। ধুমপানে বিষপান এ বিষয়টি সবাইকে মনে রাখতে হবে।**

দ্বিতীয় পর্ব ঃ নিরাপত্তা নীতি

৫। ফ্যাক্টরীর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের পাশাপাশি ফ্যাক্টরীতে অবস্থিত যন্ত্রপাতি এবং বিশেষ করে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারটি অগ্রাধিকার যোগ্য বিষয়, এ ব্যাপারে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো করনীয় বলে গণ্য করতে হবে।

ক) অগ্নিকান্ড থেকে নিরাপত্তা ঃ

১) অগ্নিকান্ড থেকে নিরাপত্তার জন্য একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ নীতি মালা প্রনয়ন করা আছে যা সংশিষ্ট সবাইকে অবহিত করতেহবে।

২) ফ্যাক্টরীর আয়তন অনুযায়ী প্রতি ৯০ বর্গ মিটারের জন্য একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র থাকবে যে গুলো প্রতিমাসে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং ফ্যাক্টরীর লক্ষ্যণীয় জায়গায় টানানো থাকবে।

৩) ফ্যাক্টরীর কাজ চলাকালীন কোন অবস্থাতেই ফ্যাক্টরীর নির্গমণ পথ বন্ধ রাখা যাবে না।

৪) আগুন লাগার সাথে সাথে ফায়ার এ্যালার্ম ও গং বেল বাজাতে হবে।

৫) মাসে আন্তত একবার অগ্নি প্রতিরোধের অনুশীলনের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে এই অনাকাঙ্খিত দূর্যোগের মোকাবেলার জন্য প্রস্তত করতে হবে।

৬) বহিঃর্গমন পথ ও লেন গুলি হলুদ ও লাল রং দিয়ে স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

৭) জরুরী বহিঃর্গমন পরিকল্পনা লিখিত ও স্কেচের মাধ্যমে উল্লেখ্যযোগ্য জায়গায় টানাতে হবে এবং সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

খ) PPE এর ব্যবহার ঃ প্রতিটি শ্রমিককে PPE এর ব্যবহার বিধি এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা দিতে হবে যাতে তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে এগুলো ব্যবহার করতে পারে। বিশেষ করে মুখোশ (Mask), হ্যান্ড গ্লাভস, এয়ার প্লাগ, গাম বুট, গগলস নিশ্চিত করতে হবে। সাথে সাথে এগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ঃ

১. সমস্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ নিরাপদভাবে করতে হবে।

২. কোথাও কোন খোলা তার, ইনসুলিশন টেপযুক্ত তার থাকবেনা।

৩. কোথাও কোন বাতি ফিউজ হলে তা সাথে সাথে বদলাতে হবে যেন আলোর স্বল্পতা না হয়।

৪. মেইন সুইচ বোর্ড গুলি যথাযথ ভাবে চিহ্নিত করে সেগুলো সব সময় Accessible (সুগম) রাখতে হবে যেন প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে কেউ বাধা প্রাপ্ত না হয়।

৫. মেইন সুইচ বোর্ডের উল্লেখযোগ্য সুইচ গুলোর “ON” এবং “ OFF” এর Direction মার্কিং করে রাখতে হবে।

৬. মেশিনের সাথে সংযুক্ত তার এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক তার এমন ভাবে বিন্যাস্ত করতে হবে যেন অপারেটরদের স্বাভাবিক কাজ বাধাগ্রস্থ না হয়।

৭. সমস্ত এ্যালার্ম সিস্টেম যথাযত ভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ কেটে দেয়া অবস্থায় এগুলোর বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮. বিদ্যুৎ চলে গেলে ফ্যাক্টরীতে পর্যাপ্ত আলোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক Emergency Light এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) বিভিন্ন ষ্টোর ঃ

১. ফ্যাক্টরীতে অবস্থিত Fabric এবং Accessories Store সুন্দর ও পরিপাটি করে রাখতে হবে।
২. ষ্টোরে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রাখতে হবে।
৩. ষ্টোরের র‌্যাক যেন বেশী উঁচুতে না হয়।
৪. ষ্টোরে বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত আলোর ব্যবস্থা থাকবে না।

ঙ) কেমিক্যাল থেকে নিরাপত্তাঃ

- কেমিক্যাল ব্যবহারের আগে মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ দেখে নিতে হবে।
- কেমিক্যাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে **FIFO (First in-First out)** নিয়ম মেনে চলতে হবে।
- কেমিক্যাল ব্যবহারের আগে এমএসডিএস ভাল ভাবে পড়তে হবে।
- কেমিক্যাল ব্যবহারের সময় ধুমপান করা যাবে না।
- কেমিক্যাল ব্যবহারের পর ভাল ভাবে হাত ধোয়ে নিতে হবে।
- ইচ্ছাকৃতভাবে কেমিক্যালের স্বাদ বা গন্ধ নেওয়া যাবে না।
- উপযুক্ত প্রশিক্ষন ছাড়া কোন কাজ করার ঝুকি নেওয়া যাবে না। পড়ে যাওয়া কেমিক্যালের উপর দিয়ে হাটা যাবে না ।
- ঝুকি পূর্ণ কেমিক্যাল পরিবহনের সময় কনটেইনার লিক আছে কি না তা ভাল দেখে নিতে হবে।
- সেকেন্ডারী কন্টেইনার ব্যবহার করতে হবে ।
- কেমিক্যাল ওজন পরিমাপ করার সময় দূষণ এড়াতে উপযুক্ত এবং পরিষ্কার সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।
- রাসায়নিকের ব্যবহার একটি রাসায়নিক ব্যবহারের লগ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক ।
- রাসায়নিক ব্যবহারের লগ বই রাসায়নিকের ব্যবহার ব্যক্তি, রাসায়নিক, যা পণ্য / প্রক্রিয়া এবং ব্যবহৃত রাসায়নিকের পরিমাণ জন্য ব্যবহৃত ব্যবহারের সময় রেকর্ড করা উচিত ।
- চোখ, ত্বক এবং পোশাকের সাথে যোগাযোগ এড়িয়ে কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করতে হবে।
- কেমিক্যাল হ্যান্ডলিং এর সময় নিম্ন লিখিত পিপিই ব্যবহার করতে হবে-
- হ্যান্ড গ্লোভস্ বা হাত মোজাঃ কেমিক্যাল ব্যবহারের সময় যেসব রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার হয়, সে সব ক্ষেত্রে যাতে রাসায়নিক পদার্থ শরীরের সংস্পর্শে না আসে তার জন্য হ্যান্ড গ্লোভস্ বা হাত মোজা ব্যবহার করতে হবে। কেমিক্যাল কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা নিয়মিত ভাবে ইহা ব্যবহার করবে।
- গামবুট ও এ্যাপ্রোন পরিধানঃ কেমিক্যাল হ্যান্ডেলিং এর পূর্বে অবশ্যই কেমিক্যাল হ্যান্ডেলারদের গামবুট ও এ্যাপ্রোন পরিধান করতে হবে। যাতে শরীরের কোন অংশ কেমিক্যাল দ্বারা ক্ষতি সাধিত না হয়।
- আই প্রটেকটর বা চোখের চশমাঃ কেমিক্যাল ব্যবহারের পূর্বে আই প্রটেক্টর বা চোখের চশমা ব্যবহার করতে হইবে এবং এই রাসায়নিক পদার্থ চোখের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। ইহা দ্বারা চোখের ক্ষতি সাধন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই চোখ সমুহকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য আই প্রটেকটর বা চোখের চশমা ব্যবহার করা হয়। চোখের সুরক্ষার জন্য কেমিক্যাল হ্যান্ডেলারগণ নিয়মিতভাবে চোখের চশমা ব্যবহার করতে হবে।

- কেমিক্যাল মাস্ক ঃ কেমিক্যাল নাক বা মুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হতে পারে। এমনকি কেমিক্যাল দ্বারা মানুষের ফুসফুসে ক্যান্সার সহ নানা রোগ হতে পারে। তাই কেমিক্যাল ব্যবহার করার সময় অবশ্যই কেমিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
- আই ওয়াশ মেশিন ঃ কোন ক্রমে যদি চোখের ভিতরে কেমিক্যাল প্রবেশ করে সাথে সাথে আই ওয়াশ মেশিনের পানি দ্বারা চোখ পরিষ্কার করে ধুইতে হবে।
- হ্যাজার্ড এবং নন-হ্যাজার্ড সিম্বল বা চিহ্নঃ হ্যাজার্ড এবং নন-হ্যাজার্ড সিম্বল এর কাজ হল মারাত্মক ক্ষতির এবং কম ক্ষতির কেমিক্যাল চিহ্নিত করার উপায়। তাই সাবধানতার সাথে হ্যাজার্ড এবং নন-হ্যাজার্ড চিহ্ন দেখে কাজ করতে হবে।

২. বাস্তবায়নকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গঃ

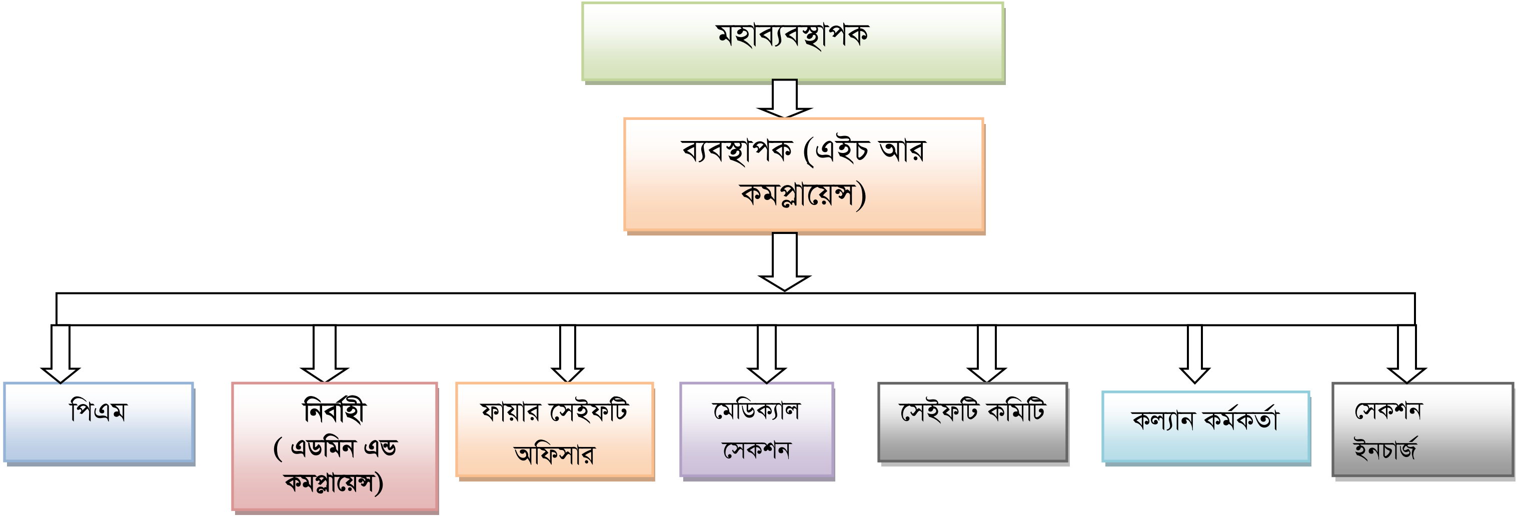
মহাব্যবস্থাপক
ব্যবস্থাপক (এইচ আর কমপ্লায়েন্স)
পিএম
নির্বাহী (এডমিন এন্ড কমপ্লায়েন্স)
ফায়ার সেইফটি অফিসার
মেডিক্যাল সেকশন
সেইফটি কমিটি
কল্যান কর্মকর্তা
সেকশন ইনচার্জ

ব্যবস্হাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

২.১ মহাব্যবস্থাপক ঃ

- কোম্পানীর স্বাস্হ্য ও নিরাপত্তানীতি বাস্তবায়নের প্রধান দায়িত্বে থাকবেন। উক্ত পলিসি সংশোধন, পরিমার্জন এবং অনুমোদন সংক্রান্ত চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন।

২.২ ব্যবস্থাপক (এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স)ঃ

- স্বাস্হ্য ও নিরাপত্তানীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- স্বাস্হ্য ও নিরাপত্তানীতি যে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা পর্যালোচনা করা।
- প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে কার্যকরী ব্যবস্হা গ্রহন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ।

২.৩ ব্যবস্হাপক (উৎপাদন)ঃ

- স্বাস্হ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় প্রধানগন ও কর্মকর্তারা কোম্পানীর স্বাস্হ্য ও নিরাপত্তানীতি বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় প্রধান (এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স) কে সহযোগীতা করবেন ।

২.৪ সংশ্লিষ্ট ইনচার্জ ঃ

- নিজ নিজ সেকশনের নিয়োগ সংক্রান্তকাজে বিভাগীয় প্রধান (এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স) কে সহযোগীতা করবেন।

২.৫ নির্বাহী (এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স)ঃ

- স্বাস্হ্য ও নিরাপত্তানীতি বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকবে।
- ফ্লোর থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ তাৎক্ষনিক সমাধান করা এবং প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করবে।

২.৬ মেডিকেল বিভাগঃ

- কারখানার নিয়োগকৃত রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক ও স্বাস্হ্য সহকারী স্বাস্হ্য ও নিরাপত্তানীতি শ্রমিকদের মাঝে বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকবে। শ্রমিকদের চিকিৎসায় নিয়োজিত এবং প্রশিক্ষন প্রদান করবেএবং স্বাস্হ্যকর পরিবেশ বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকা।

২.৭ কল্যান কর্মকর্তাঃ

- স্বাস্থ্য বিধি এবং নিরাপত্তা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। স্যানেটরী ব্যবস্হা, বিশুদ্ধ পানি, পিপিই পরিধান, পরিস্কার পরিচছন্নতা ইত্যাদির বিষয়ের উপর খেয়াল রাখা।

২.৮ ফায়ার সেইফটি অফিসারঃ

- কারখানার সেইফটি সংক্রান্ত কাজে সার্বক্ষনিক নিয়োজিত থাকবে।

২.৯ সেইফটি কমিটি ঃ

- শ্রমিকসহ সকলের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে আইন ও প্রচলিত অন্যান্য বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট মালিক বা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা।

৩. নীতি বাস্তবায়ন করার রুটিন ও কর্মপদ্ধতিঃ

কাজ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা	বাস্তবায়নের সময়	সময় সীমা
সমগ্র প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পলিসির সঠিক প্রয়োগ ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে।	বিভাগীয় প্রধান (এইচ আর এন্ড এডমিন)।	প্রতিষ্ঠান চালুকালীন সময়।	সবসময় বলবৎ থাকবে।
স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটির দায়িত্ব বন্টন ও নিয়মিত বৈঠক করা।	প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার মিটিং করা, যার বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষিত থাকবে।	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স)	প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার।	সবসময় বলবৎ থাকবে।
প্রশিক্ষণ	ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ এর দক্ষ ও প্রশিক্ষিত সদস্য প্রতি সেকশনে ট্রেনিং সিডিউল অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মশালার আয়োজন করে প্রত্যেক শ্রমিক, কর্মচারীদের হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদান করবে ও তার রেকর্ড সংরক্ষণ করবে।	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স) ও নির্বাহী (কমপ্লায়েন্স)	নিয়মিত	সবসময় বলবৎ থাকবে।
রক্ষনাবেক্ষন	প্রত্যেক ফায়ার ম্যান তার স্ব-স্ব পরিদর্শন স্থলের নির্ধারিত সকল ফায়ার ইকুপমেন্টের নির্ধারিত চেক লিস্টেও মাধ্যমে চেক করবেন। প্রতিমাসে অন্তত একবার চেক করতে হবে এবং চেক লিস্টে লিপিবদ্ধ	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও নির্বাহী (কমপ্লায়েন্স)	নিয়মিত	সবসময় বলবৎ থাকবে।

	করতে হবে। এছাড়া নির্বাহী (কমপ্লায়েন্স) ফ্লোরের ফাস্ট এইড বক্সগুলো সপ্তাহে কমপক্ষে একবার চেক করবে এবং চেক লিস্টে লিপিবদ্ধ করবে।			
পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা	ক. ফাস্ট এইড বক্স, ফায়ার এক্সটিংগুইসার ইত্যাদি সব সময় বাধামুক্ত রাখতে হবে। খ. দরজা, সিঁড়ি ও সকল চলাচলের পথ সব সময় বাধামুক্ত রাখতে হবে। গ. কেমিক্যালসমূহ অবশ্যই Chemical Compatibility Chart অনুসারে রাখতে হবে। ঘ. গরম কাজ যেমন ওয়েল্ডিং করার সময় অগ্নি-নির্বাপক যন্এ কাছে রাখতে হবে ও ফায়ার স্টেশন, প্রশাসন বিভাগ থেকে পূর্বানুমতি নিতে হবে। ঙ. সকল যন্এপাতি যেমন প্রিন্টিং, ডাইং ফিনিশিং এর মেশিনসমূহ নিয়মিত পরীক্ষা করে তা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। চ. ইলেকট্রনিক স্থাপনাসমূহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং তা নির্দিষ্ট রেজিষ্টাওে রেকর্ড রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও নির্বাহী (কমপ্লায়েন্স)	নিয়মিত	সবসময় বলবৎ থাকবে।

৪. যোগাযোগ পদ্ধতিঃ

কাজ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা	বাস্তবায়নের সময়
ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ।	জেনারেল মিটিং এ আলোচনার মাধ্যমে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে এবং সভার কার্য বিবরনী সংযোজন করে তা সংরক্ষণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স)	প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য ও নিরাপওা নীতি তৈরীর পর।
ফায়ার ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ	সাধারণ মিটিং এর আয়োজনের মাধ্যমে সবাইকে অবগত করা এবং প্রত্যেক উক্ত পলিসি বুঝে পেয়েছে বা অবগত হয়েছে এই মর্মে স্বাক্ষর গ্রহণ করা।	ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স) ও নির্বাহী (কমপ্লায়েন্স)	প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য ও নিরাপওা নীতি তৈরীর পর
পুরাতন শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ	প্রতিমাসে PPE, MSDS, ফায়ার সেইফটি ট্রেনিং এর মাধ্যমে পুরাতন শ্রমিকদেও স্বাস্থ্য ও নিরাপওা নীতি, ফায়ার সেইফটি পলিসি, ফায়ার ইকুপমেন্ট চালনা পদ্ধতি, ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অবগত করা হবে।	ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স) ও নির্বাহী (কমপ্লায়েন্স)	প্রতি মাসে একবার
নতুন শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ	প্রতি মাসে নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকদের জন্য একটি Orientation Training এর আয়োজন করে প্রয়োজনীয় সকল পলিসি, ফায়ার সেইফটি পলিসি, PPE, MSDS, ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা বিষয়ে অবগত করা হবে।	নির্বাহী (কমপ্লায়েন্স) ও কল্যাণ কর্মকর্তা	যোগদানের দিন
নোটিশ বোর্ড ও পি এ সিস্টেমের মাধ্যমে যোগাযোগ	স্বাস্থ্য ও নিরাপওা নীতি সহ অন্যান্য নীতি নোটিশ বোর্ডেও মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে এবং পি এ সিস্টেমের মাধ্যমেও তা প্রচার করতে হবে।	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স)	নিয়মিত

৫. ফিডব্যাক এবং কন্ট্রোল ঃ

ফিডব্যাক এবং কন্ট্রোল	কার্য পদ্ধতি	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা	সময় সীমা
ইন্টারনাল অডিট	ইন্টারনাল অডিটে যে সমস্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে তা নিম্নরুপঃ শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ডকুমেন্ট রিভিউ এবং মিড লেভেল	ইন্টারনাল অডিট টিম	প্রতি তিন মাসে একবার

	মেনেজমেন্টের সাক্ষাতকার। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটি এবং ইমারজেন্সী প্রিপেয়ার্ডনেস টিমের সদস্যদের সাক্ষৎকার ও নথিপত্র পরীক্ষা করা। উয়ার ম্যান এবং নির্বাহী (কমপ্লায়েন্স) দ্বারা পূরনকৃত চেকলিস্ট পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রাপ্ত সমস্যা সমাধান করা হয়েছে তার উল্লেক করতে হবে।		
রিপোটিং	ইন্টারনাল অডিট হতে প্রাপ্ত বিষয়াদি নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরী করতে হবে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে উক্ত রিপোর্ট সম্পর্কে জানাতে হবে। প্রত্যেকটি সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে এবং সমস্যা সমাধান কর্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স) ও নির্বাহী (কমপ্লায়েন্স)	ইন্টারনাল অডিট সম্পন্ন করার পর
নিয়ন্ত্রণ	ফিডব্যাকের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী যদি সিস্টেম বা প্রক্রিয়াগত কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে তা অবশ্যই করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান (এইচ আর এন্ড এডমিন) ও নির্বাহী (কমপ্লায়েন্স)	নিয়মিত
প্রতিকার	ওয়েসিস ফ্যাশন লিঃ এর কর্তৃপক্ষ যেকোন সময় বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিকল্পনায় দেশের প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেকোন ধরনের পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন বা পরিবর্ধন করতে পারবে।	বিভাগীয় প্রধান (এইচ আর এন্ড এডমিন) ও ব্যবস্থাপক (কমপ্লায়েন্স)	নিয়মিত

উপসংহার ঃ সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে গার্মেন্টস শিল্পের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে। বাংলাদেশের তৈরি পোষাক শিল্পের মান ইতিমধ্যেই বহিঃবিশ্বে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে। তাই এই শিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এই গতিকে ত্বরান্বিত করতে হলে, এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রথমেই দৃষ্টিপাত করতে হবে এর প্রাণ শক্তির দিকে। আর তা হলো এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী। একটি স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ, জান-মালের নিরাপত্তা-প্রতিটি শ্রমিক-কর্মচারীকে নিজকর্মে আরো অনুপ্রাণিত করবে, বাড়বে উংপাদন। আর গর্বের সাথে আমরা বলতে পারবো।

নীতিমালা প্রস্তুতকারকঃ

ব্যবস্থাপক(এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স)

নীতিমালা মূল্যায়ন ও
অনুমোদনের সুপারিশকারী

মহাব্যবস্থাপক

অনুমোদনকারী ঃ

ব্যবস্হাপনা পরিচালক